শিশু সংখ্যা

সহজ ভাষার মাসিক পত্রিকা

আলাপ

বর্ষ ২৭ | সংখ্যা ২ | ফেব্রুয়ারি ২০১৮

অমর একুশে

অ ণ ক খ ঐ

ভাষা শহীদের রক্তের ঋণ শোধ হবে না কোনো দিন

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন

আলাপ

বর্ষ ২৭। সংখ্যা ২
ফেব্রুয়ারি ২০১৮

সম্পাদক
কাজী রফিকুল আলম

নির্বাহী সম্পাদক
ড. এম এহছানুর রহমান

সম্পাদনা পর্ষদ
শাহনেওয়াজ খান
চিন্ময় মুৎসুদ্দী
মো: সাহিদুল ইসলাম
ছালেহা আক্তার

গ্রন্থনা ও সংকলন
লুৎফুন নাহার তিথি

কম্পিউটার গ্রাফিক্স
নাজনীন জাহান খান

সম্পাদকীয়

আমরা বাঙালি। বাংলা আমাদের মাতৃভাষা। আমাদের দেশের মতো পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছে আরো অনেক দেশ। নানান রকম তাদের ভাষা। কিন্তু বাঙালি একমাত্র জাতি, যারা ভাষার জন্য জীবন দিয়েছে। ১৯৫২ সালে বাংলাভাষাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে আন্দোলন হয়েছিল। এই দাবির পক্ষে শুরু হয় সারা দেশে মিটিং ও মিছিল। সেই মিছিলে গুলি চালায় পাকিস্তানি পুলিশ। গুলি খেয়ে শহীদ হন সালাম, বরকত, রফিক, জব্বারসহ অনেকেই। দিনটি ছিল ২১ ফেব্রুয়ারি। ভাষা শহীদদের রক্তের বিনিময়ে আমরা অর্জন করি বাংলা ভাষার স্বীকৃতি। সেই থেকে ২১ ফেব্রুয়ারি আমাদের গর্ব করার ইতিহাস। আমাদের এ গর্ব এখন সারা দুনিয়ার গর্ব। ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা দিয়েছে জাতিসংঘ। তাইতো সারা দুনিয়ায় এখন ২১ ফেব্রুয়ারি পালিত হয় মাতৃভাষা দিবস হিসেবে। এ সংখ্যায় ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে বিশেষ লেখা প্রকাশিত হলো। এটি পড়লে তোমরা ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস জানতে পারবে। এছাড়া রয়েছে ভুটান দেশের মজার একটি গল্প। অন্যান্য লেখার পাশাপাশি আছে মহাবিজ্ঞানী গ্যালিলিও এর জীবনী। আছে অংকের ম্যাজিক আর তোমাদের আঁকা কিছু ছবি। আশা করি এবারের সংখ্যাটি তোমাদের ভালো লাগবে।

সূচিপত্র

- ভাষার জন্য আন্দোলন ১-২
- সাহসী সামদ্রুপ ৩-৪
- মহাবিজ্ঞানী গ্যালিলিও গ্যালিলি ৫-৬
- শহীদ মিনার ৭-৮
- নানান দেশের ভাষা ৯-১০
- যেভাবে হ্যালো শব্দের প্রচলন ১১
- অংকের ম্যাজিক ১২
- শিশুদের আঁকা ছবি ১৩

ভাষার জন্য আন্দোলন

মূল রচনা

আমাদের মাতৃভাষা বাংলা। ১৯৫২ সালে রাষ্ট্রভাষা বাংলার অধিকার প্রতিষ্ঠা হয়। এজন্য অনেক আন্দোলন করতে হয়েছে। অনেক রক্ত ঝরেছে। শহীদ হয়েছেন অনেকেই। আমরা ভাষা আন্দোলনের সেই ইতিহাস সম্পর্কে কিছু জানবো।

কেন এই ভাষা আন্দোলন ?

ভাষার জন্য যে আন্দোলন হয়, সেটাই ভাষা আন্দোলন। এটি একটি গণ আন্দোলন। আগে পাকিস্তান, ভারত ও বাংলাদেশ মিলে একটা দেশ ছিলো। ১৯৪৭ সালে এ উপমহাদেশে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটে। তখন ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়। স্বাধীনতার পরপরই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কি হবে এ নিয়ে প্রশ্ন দেখা দেয়। পশ্চিম পাকিস্তানের নেতারা দাবি করেন, পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু। অন্যদিকে পূর্ব পাকিস্তান থেকে দাবি ওঠে, বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করতে হবে। কিন্তু পাকিস্তান সরকার বাংলা ভাষার এ দাবি মেনে নেয় না। তখন শুরু হয় বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা করার আন্দোলন।

সর্বপ্রথম এই আন্দোলন সংগঠিত করে তমদ্দুন মজলিস। এর নেতৃত্বে ছিলেন অধ্যাপক আবুল কাসেম। এরপর অনেক সংগঠন এই আন্দোলনে যোগ দেয়। একসময় তা গণ আন্দোলনে রূপ নেয়। সারা দেশে হরতাল, জনসভা ও বিক্ষোভ মিছিল আয়োজনের সিদ্ধান্ত হয়। তাই সরকার ঢাকা ১৪৪ ধারা জারি করে।

১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারির ঘটনা

১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে ছাত্র/ছাত্রীরা মিছিল বের করে। পাঁচ-সাতজন করে ছোট ছোট দলে বের

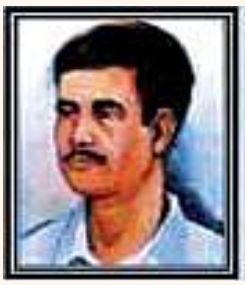
সালাম

বরকত

রফিক

শফিউর

জব্বার

হয় এই মিছিল। 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' শ্লোগান দিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে আসে তারা। পুলিশ তাদের উপর লাঠিচার্জ করে। ছাত্রীরাও আক্রমণ থেকে রেহাই পায়নি। পুলিশ এক সময় মিছিলের উপর গুলি চালায়। গুলিতে রফিক, সালাম, জব্বার, বরকতসহ কয়েকজন নিহত হয়। বহু আহতকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত ভাষার জন্য এ আন্দোলন অব্যাহত ছিলো। এক সময় পাকিস্তান সরকার পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলাকে মেনে নিতে বাধ্য হয়।

আসামে বাংলা ভাষার জন্য আন্দোলন

আমরা ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের কথা জানি। আসামেও যে বাংলা ভাষা প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন হয়েছিল, তা অনেকেই জানি না। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন তাদেরকেও বাংলা ভাষা প্রতিষ্ঠার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছিল। 'আসাম' হলো বাংলাদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে কাছের বাংলাভাষী প্রদেশ। এটি ভারতের একটি প্রদেশ। ১৯৬০ সালের ২৪ অক্টোবরের কথা। 'আসাম' প্রদেশের সরকার একমাত্র 'অসমিয়া' ভাষাকে সরকারি ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। বাংলা ভাষাকে অন্যতম সরকারি ভাষা করার দাবিতে আসামের বাঙালিরা এক আন্দোলন গড়ে তোলেন। আন্দোলন করার সময় ১৯৬১ সালের ১৯ মে আসামের বরাক উপত্যাকায় পুলিশের গুলিতে ১১ জন নিহত হন। এ ঘটনার পর আসাম সরকার বরাক অঞ্চলের জন্য বাংলা ভাষাকে অন্যতম সরকারি ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। আসামের কাছাড়, হাইলাকান্দি এবং করিমগঞ্জ জেলাকে একত্রে বলা হয় বরাক উপত্যকা।

বাঙালি একমাত্র জাতি যারা ভাষা রক্ষার জন্য জীবন দিয়েছেন। বাঙালিদের এই ত্যাগের প্রতি সম্মান দিয়েছে জাতিসংঘ। ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর ইউনেস্কো ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণা করে। এই সিদ্ধান্তের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক ভাবে বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলন সম্মানিত হয়। বাংলা ভাষাও একটি মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত হয়। এখন সারা দুনিয়ায় ২১ ফেব্রুয়ারিতে পালিত হয় মাতৃভাষা দিবস।

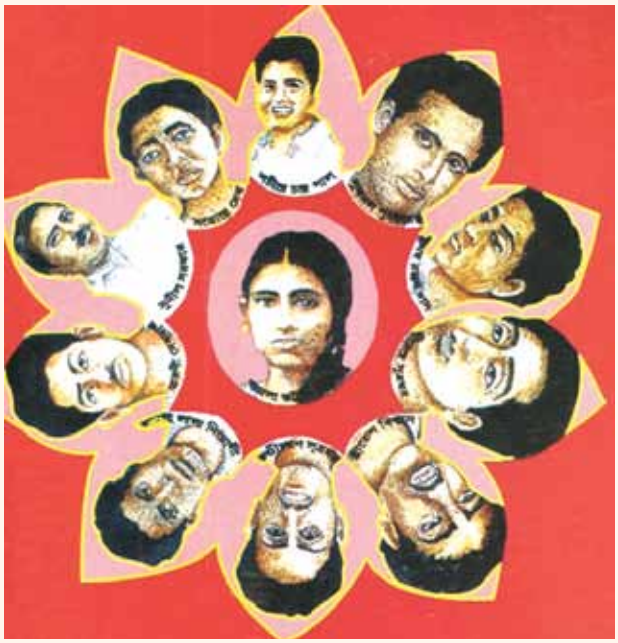

সূত্র: উইকিপিডিয়া এবং দৈনিক ইত্তেফাক, *ছবি:* ইন্টারনেট

ভুটানের রূপকথা

বিদেশী গল্প

সাহসী সামদ্রুপ

অনেক কাল আগের কথা। হিমালয় পর্বতের কাছে ছিলো ছোট্ট এক গ্রাম। সেই গ্রামে বাস করতো 'সামদ্রুপ' নামে সাহসী এক তরুণ। সারাদিন সে চমরী গাই চড়াতো। আর রাতে চুলার পাশে বসে বসে চাদর বুনতো। গ্রামে সবাই তাকে খুব পছন্দ করতো।

'সামদ্রুপ' এর দাদির ভীষণ অসুখ হলো। কবিরাজ মশাই এক পথ্য আনতে বললেন। এই পথ্য শহর ছাড়া পাওয়া যায় না। অনেক দূরের উপত্যাকায় শহর। শহরে যেতে সময় লাগে দুই দিন এক রাত। একা একা কেউ শহরে যেতে সাহস পায় না। শহরে যাওয়ার পথে পদে পদে বিপদ। পাহাড়ি রাস্তা আর গিরি খাতের বাঁকে বাঁকে আছে বন্যপশু। এছাড়াও আছে ভুতের ভয়। কিন্তু 'সামদ্রুপ' তার দাদিকে খুব ভালবাসতো। তাই সে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে শহরে যেতে তৈরি হলো। খুব সকাল সকাল সে রওয়ানা দিলো শহরের পথে। বাড়ির সবাই তাকে সাবধানে থাকতে বলে দিলো।

ফুল আর পাখিদের সাথে কথা বলতে বলতে হাঁটতে থাকলো সে। নিজের মনে গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে পৌঁছালো পাহাড়ের ঢালে। ভাবলো, রাতটুকু ভালোয় ভালোয় কাটলে কাল দুপুর পৌঁছে যাবে শহরে। ওই দিকে সূর্য হঠাৎ করেই চলে গেলো পাহাড়ের আড়ালে। সাহসী 'সামদ্রুপ' তারপরও হাঁটতে লাগলো। মাঝরাতে চাঁদের ঘোলা আলোয় তার দেখা হলো এক ভুতের সাথে। তাকে দেখে খ্যানখ্যানে গলায় হেঁকে উঠলো ভুত, কে রে তুই ? এত রাতে কোথায় যাচ্ছিস?

মনে মনে ভয় পেলেও মুখে তা প্রকাশ করলো না 'সামদ্রুপ'। বললো, হে হে আমায় চিনলে না? আমি দূর পাহাড়ের পুরানো মন্দিরের ভুত। শহরের মন্দিরে মামাতো ভাই এর কাছে বেড়াতে যাই। ভুত তাকে বিশ্বাস করলো। তখনকার মতো উপস্থিত বুদ্ধির জোরে রক্ষা পেলো 'সামদ্রুপ'।

ভুতের হাতে ছিলো এক বিশাল বস্তা। ভুত সামদ্রুপকে বস্তাটা কাঁধে নিয়ে হাঁটতে বললো। মনে মনে রাগ হলেও কিছুই করার নেই। তাই 'সামদ্রুপ' ভুতের কথা মতোই কাজ করলো। কিছুদূর যাওয়ার পর ভুত বেশ খোশ মেজাজে গল্প শুরু করলো। আশ্চর্য ব্যাপার! এত্ত বড় বস্তা, অথচ বাতাসের মতো হালকা। 'সামদ্রুপ' ভুতকে মিনমিন করে বললো, ইয়ে এই বস্তাটা এত্ত বড়, কিন্তু এক্কেবারে হালকা।

ভুত বললো, আরে বোকা হালকা তো হবেই। ওর মাঝে আছে এক রাজকন্যার আত্মা। আমি চুরি করে নিয়ে যাচ্ছি। 'সামদ্রুপ' আঁতকে উঠে জিজ্ঞেস করলো, বলছো কি?

ভুত হাসিমুখে উত্তর দিলো, হ্যাঁ রে। আর এই জন্যই তো রাজকন্যা ভীষণ অসুস্থ।

সামদ্রুপ বললো, ওমা তাহলে তো রাজকন্যা আর বাঁচবে না।

ভুত উত্তর দিলো, এই আত্মা ছাড়া পৃথিবীর কোনো কবিরাজের ওকে বাঁচানোর সাধ্য নাই।

হুম, আস্তে করে বললো সামদ্রুপ। হঠাৎ করেই দয়ালু সামদ্রুপ এর মনটা ভারী হয়ে উঠলো রাজকন্যার জন্য। সে সুযোগ বুঝে হুট করে পালিয়ে গিয়ে লুকিয়ে পড়লো গম ক্ষেতে।

এদিকে ভুত তো রেগে অস্থির। কিন্তু বেশিক্ষণ খোঁজাখুঁজির সুযোগ পেলো না সে। কারণ দিনের আলো তখন ফুটতে শুরু করেছে। আলো এসে ভুতের গাঁয়ে পড়ার সাথে সাথেই সে হাওয়ায় মিলিয়ে গেলো।

দেরি না করে 'সামদ্রুপ'দৌড় দিলো রাজার প্রাসাদে। আত্মা ফিরে পেয়ে রাজকন্যা ধীরে ধীরে চোখ মেলে তাকালো। চারপাশে বয়ে গেল খুশির বন্যা। রাজা সব শুনে দাদির জন্য পথ্য যোগাড় করলো। তারপর পাইক পেয়াদা দিয়ে পাঠিয়ে দিলো 'সামদ্রুপ' এর গাঁয়ে। আর 'সামদ্রুপ'এর সাথে রাজকন্যার বিয়ে দিয়ে দিলো। সাহসী 'সামদ্রুপ' এরপর সে রাজ্যের রাজা হয়ে সুখে দিন কাটাতে লাগলো। এক সময় সেই রাজ্যের নাম হয়ে গেলো 'সামদ্রুপ ঝংখা'। আজও যা ভুটানের এক শহর হিসাবে আছে। সবাই বুঝলো- সাহস, দয়া, উপস্থিত, বুদ্ধি থাকলে সবই হয়।

সংগ্রহ এবং সহজিকরণ: লুৎফুন নাহার তিথি, *ছবি:* ইন্টারনেট

মহাবিজ্ঞানী ঃ গ্যালিলিও গ্যালিলি

জীবনী

মহাবিজ্ঞানী 'গ্যালিলিও গ্যালিলি'। বিজ্ঞানের উন্নতিতে যিনি রেখেছিলেন বড় ভূমিকা। গ্যালিলিও একাধারে পদার্থবিজ্ঞানী, জ্যোর্তিবিজ্ঞানী, গণিতজ্ঞ এবং দার্শনিক। এজন্য তাকে আধুনিক বিজ্ঞানের জনকও বলা হয়ে থাকে। আমরা আজ এই মহাবিজ্ঞানী সম্পর্কে জানবো।

জন্ম ও পরিবার

গ্যালিলিও ইতালির টুসকানিতে অবস্থিত পিসা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। সময়টা ছিলো ১৫৬৪ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি। তার বাবার নাম ভিনসেঞ্জো গ্যালিলি। তার বাবা গণিতজ্ঞ এবং সঙ্গীতশিল্পী ছিলেন। তার মায়ের নাম গিউলিয়া আমানাটি। গ্যালিলিও ছিলেন বাবা-মায়ের ছয় সন্তানের মধ্যে সবার বড়। ভাইবোনদের মধ্যে সবচেয়ে মেধাবী ছিলেন তিনি।

পড়াশোনা, অধ্যাপনা ও গবেষণা

খুব অল্প বয়সেই শিক্ষাজীবন শুরু হয় তার। সাধারণ শিক্ষার পর তিনি পিসা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। কিন্তু অভাবের কারণে সেখানেই তার পড়াশোনা বন্ধ করে দিতে হয়। ১৫৮৯ সালে গ্যালিলিও পিসা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার জন্য একটি পদ পান। সেখানে তিনি গণিত পড়ানো শুরু করেন। এরপর তিনি পাদুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে যান। সেখানে তিনি জ্যামিতি, বলবিজ্ঞান এবং জ্যোর্তিবিজ্ঞান বিষয়ে পড়াতেন। এ সময়ে তিনি

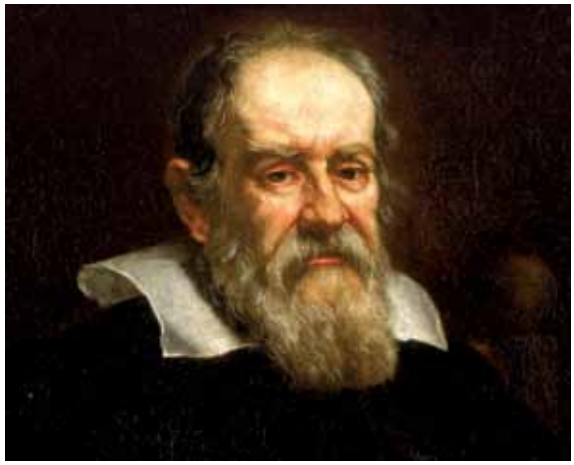

বিজ্ঞানের মৌলিক বিষয়গুলো নিয়ে ভাবতে থাকেন। এভাবেই তিনি বহু গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করেন।

দূরবীক্ষণ যন্ত্রের আবিষ্কার

আজ থেকে ৪০৯ বছর আগের কথা। ১৬০৯ সালে গ্যালিলিও উন্নত ধরনের এক দূরবীক্ষণ যন্ত্র তৈরি করেন। দূরবীক্ষণ এর আরেক নাম হলো দূরবিন। গ্যালিলিও এ যন্ত্রের সাহায্যে দূরের জিনিসকে অন্তত ৩০ গুণ বড় করে দেখার ব্যবস্থা করেন।

তিনি এই যন্ত্রকে জ্যোতির্বিদ্যায় ব্যবহার করেন। আকাশের নানা গ্রহ নক্ষত্র আবিষ্কার করেন।

চাঁদের কলংকের কারণ আবিষ্কার

খালি চোখে তাকালে চাঁদের গায়ে আমরা কালো কালো দেখতে পাই। এ দাগকে আমরা চাঁদের কলংক বলি। কিন্তু কেন এই দাগ? তা আগে জানা ছিল না। ভূপৃষ্ঠের মতো চাঁদের উপরিভাগে আছে পাহাড়-পর্বত, উপত্যকা, গহ্বর ইত্যাদি। এগুলোই হলো চাঁদের পিঠের কালো দাগ, যা গ্যালিলিওর দূরবীক্ষণ যন্ত্রে ধরা পরে।

ছায়াপথ, নক্ষত্রপুঞ্জ ও নীহারিকা

সে সময় খালি চোখে মাত্র ৬টি নক্ষত্র দেখা যেত। কিন্তু গ্যালিলিও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে ৩৬টি নক্ষত্র পর্যবেক্ষণ করেন। তিনি ছায়াপথও পর্যবেক্ষণ করেন।

তখনই জানা যায়, ছায়াপথ আসলে অসংখ্য নক্ষত্রের সমষ্টি। দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে তিনি নক্ষত্রপুঞ্জ এবং কয়েকটি নীহারিকাও আবিষ্কার করেছিলেন। তিনি বৃহস্পতি গ্রহের চারটি উপগ্রহ আবিষ্কার করেছিলেন।

শেষ জীবন

আগেরকার দিনে বিজ্ঞানীদের কোনো আবিষ্কার বাইবেলের বিপরীতে গেলেই হতো বিপদ। বিজ্ঞানীদের জীবনে নেমে আসতো ভয়াবহ অত্যাচার। গ্যালিলিওর ক্ষেত্রেও এমন হয়েছে। তাকে অনেকবারই মেরে ফেলার হুমকি দেয়া হয়। জীবনের শেষ আটটি বছর তিনি কাটিয়েছিলেন গৃহবন্দী হয়ে। তিনি নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েন। নিষিদ্ধ হয় তার লেখা বইও। এতে তিনি অনেক ভেঙে পড়েন। ১৬৪২ সালের ৮ জানুয়ারি তিনি মারা যান।

সূত্র: উইকিপিডিয়া, *ছবি:* ইন্টারনেট

শহীদ মিনার

গল্প

স্কুল ছুটি হয়েছে। সবাই হৈ চৈ করে ক্লাস থেকে বের হয়ে এলো। এমন সময় রাশেদ বললো, চল আমরা শহীদ মিনারে যাই। মিনারের বেদির উপর থেকে 'লাফ দেয়া' খেলি। রাশেদের কথায় সবাই রাজি হলো। কিন্তু অনি বেঁকে বসলো। বললো, 'না, আমি যাব না। বাবা ক্লাস থেকে এখনই বের হবে। যদি দেখে আমি এখনও বাড়ি যাই নি, তাহলে কপালে দুঃখ আছে!' অনির বাবা আনিছুর রহমান এই স্কুলেরই হেড মাস্টার। কিন্তু বন্ধুদের পীড়াপীড়িতে শেষমেশ অনিও চললো সবার সাথে। তারপর হৈ চৈ করতে করতে সবাই উঠে পড়লো শহীদ মিনারের বেদির উপর।

সবাই ঠেলাঠেলি, দৌড়, লাফ-ঝাঁপে ব্যস্ত। হঠাৎ কানে এলো হেড স্যারের গুরু গম্ভীর আওয়াজ! 'হতচছাড়ার দল! করেছিস কী? জুতো পায়ে সবাই উঠে পড়েছিস বেদির উপর!'

তখন সবার হুঁশ হলো। তাকিয়ে দেখলো, হায়! হায়! হেড স্যার তাদের সামনে দাঁড়িয়ে! ভয়ে কারো কোনো সাড়াশব্দ নেই। বাবাকে দেখে অনির মুখটাও ভয়ে মলিন হয়ে গেলো।

গম্ভীর কণ্ঠে স্যার বললেন, 'এই শিখেছিস এতো দিনে? সন্মান করাও ভুলে গেছিস?'

অনি কথাটির অর্থ বুঝলো না। সে আবার অসম্মান করলো কাকে? এমন সময় পাশ থেকে বাংলা স্যার বলে উঠলেন, 'স্যার এবারের মতো মাফ করে দেন। ওরা হয়ত ওদের অন্যায়টা বুঝতে পারে নি। বিষয়টি ওদের বুঝিয়ে বলা দরকার।' এই কথায় হেড স্যার একটু শান্ত হলেন। সবাইকে তিনি মাঠের আম গাছটার নিচে বসতে বললেন।

সবাইকে উদ্দেশ্য করে বাংলা স্যার বললেন, তোমরা সবাই প্রভাত ফেরিতে যাও তো, তাইনা? বলো তো কত তারিখে এই প্রভাত ফেরি হয়?

তপু: ২১ ফেব্রুয়ারিতে প্রভাত ফেরি হয়। এদিন আমরা খালি পায়ে হেঁটে হেঁটে প্রভাত ফেরি করি। শহীদ মিনারে ফুল দিই।

বাংলা স্যার: হ্যাঁ, ঠিক বলেছো। এখন বলো তো, কেন?

আলম: স্যার, এটা তো সবাই জানে। ভাষা শহীদদের সম্মান জানানোর জন্য আমরা এই কাজগুলো করি।

হেড স্যার: ঠিক বলেছো। এই প্রভাত ফেরির একটা ইতিহাস আছে। বলছি শোনো, ১৯৫২ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি বিকেলে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের ছাত্ররা নির্মাণ করে এক স্তম্ভ। ভাষা শহীদদের স্মৃতির প্রতি সম্মান জানানোর জন্য তৈরি হয় ওটি। ওই স্তম্ভই ছিলো আমাদের প্রথম শহীদ মিনার। শহীদ মিনারটি ছিলো ১০ ফুট উঁচু এবং ৬ ফুট চওড়া।

২৪ ফেব্রুয়ারি সকালে ভাষা শহীদ শফিউরের বাবা এই শহীদ মিনারটির উদ্বোধন করেন। কিন্তু পুলিশ শহীদ মিনারটি ভেঙে দেয়। সবাইকে ঐ এলাকায় যেতে নিষেধ করে দেয়। কিন্তু ছাত্ররা এই নিষেধ মানলো না? ছাত্ররা এক উপায় বের করলো। সবাই খালি পায়ে প্রভাত ফেরি করলো। গুঁড়িয়ে দেয়া সেই মিনারটির জায়গায় ফুল দিয়ে ভাষা শহীদদের শ্রদ্ধা জানালো। এরপর দেশের সব অঞ্চলের মানুষ যার যার মতো করে বানালো শহীদ মিনার।

বাংলা স্যার: তোমরা কিনা সেই বেদির উপর জুতো পড়ে লাফালাফি করছো। এতে তো তাঁদের অসম্মান করা হয়। আর এজন্যই স্যার এমন রাগ হয়েছেন। আমাদের ভাষার জন্য তাঁরা জীবন দিয়েছেন। আমরা তাঁদের অসম্মান হতে দিতে পারি না।

অনি বুঝতে পারলো কোথায় তাদের ভুল হয়েছে। সে তাদের ভুলের জন্য ক্ষমা চাইলো। ঠিক করলো, শুধু একদিন নয়, সারা বছর তারা ভাষা শহীদদের সম্মান করবে। নিজেরা তো নয়ই, আর কাউকে বেদির উপর জুতো পরে লাফালাফি করতে দিবে না।

সংগ্রহ এবং সহজিকরণ: লুৎফুন নাহার তিথি, *ছবি:* ইন্টারনেট

নানান দেশের নানান ভাষা

জানা অজানা

আমাদের দেশের নাম বাংলাদেশ। বাংলাদেশের ভাষার নাম হলো বাংলা ভাষা। বাংলায় কথা বলে আমরা মনের ভাব প্রকাশ করি। আমাদের দেশের মতোই এই দুনিয়ায় রয়েছে আরো অনেক দেশ। সেইসব দেশেও রয়েছে তাদের নিজস্ব ভাষা। যেমন-ইংরেজি, হিন্দি, চাইনিজ, আরবি ইত্যাদি। পৃথিবীতে আসলে কয়টি ভাষা রয়েছে, তার সঠিক সংখ্যা হুবহু বলা সম্ভব নয়। বিশেষজ্ঞদের মতে বিশ্বে সাত হাজারের বেশি ভিন্ন ভিন্ন ভাষা রয়েছে। আমরা এখন এমনই কয়েকটি দেশের ভাষা সম্পর্কে জানবো।

ম্যান্ডারিন: 'ম্যান্ডারিন' হলো সবচেয়ে বেশি উচ্চারিত ভাষা। পৃথিবীর প্রায় ১০০ কোটি লোক এই ভাষায় কথা বলে। এটা

ম্যান্ডারিন

চীন দেশের ভাষা। ভাষা বিজ্ঞানীদের মতে, এটি পৃথিবীর প্রচলিত ভাষাগুলোর মধ্যে একটি কঠিন ভাষা।

স্প্যানিশ : স্পেন দেশের ভাষা হলো 'স্প্যানিশ' ভাষা। এটি স্পেনের ভাষা হলেও 'মেক্সিকো, নামের দেশে এই ভাষাভাষীর মানুষ বেশি বাস করে। স্পেনের অধিবাসীরা

বর্ণ	নাম	বর্ণ	নাম	বর্ণ	নাম	বর্ণ	নাম	বর্ণ	নাম	বর্ণ	নাম
a	আ	f	এফে	k	কা	p	পে	u	উ	z	সেতা
b	বে	g	গে	l	এলে	q	কু	v	উবে	ch	চে
c	সে	h	আচে	m	এমে	r	এররে	w	উবে দোবলে	ll	এয়্যে
d	দে	i	ই	n	এনে	s	এসে	x	একিস	ñ	এনে
e	এ	j	খোতা	o	ও	t	তে	y	ইগ্রিয়েগা	rr	এররে

স্প্যানিশ বর্ণমালা

অন্যান্য জাতীয় ভাষার সাথে তুলনার সময় স্প্যানিশ ভাষাকে 'এস্পানিওল' নামে ডাকে। আবার আঞ্চলিক ভাষার সাথে তুলনার সময় 'কাস্তেইয়ানো' নামে ডাকা হয়। এটি অনেক গুলি দেশের সরকারি ভাষা। যেমন-স্পেন, আর্জেন্টিনা, চিলি, কলম্বিয়া, কোস্টারিকা, কিউবা ইত্যাদি।

ইংরেজি : ইংরেজি হলো আন্তর্জাতিক ভাষা। 'ম্যান্ডারিন' ও 'স্প্যানিস' ভাষার

ইংরেজি

পরে ইংরেজি হলো তৃতীয় বৃহত্তম ভাষা। প্রায় সবদেশেই ইংরেজিতে কথা বলে এমন লোক পাওয়া যায়। এ ভাষার মানুষ সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। যেমন- আমেরিকা, কানাডা, নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড, হংকং ইত্যাদি।

হিন্দি : ভারতের জনসংখ্যা হলো প্রায় ১৩২ কোটি। হিন্দি হলো ভারতের রাষ্ট্রভাষা। ভারতের একেকটি প্রদেশে এক এক রকম

হিন্দি

ভাষা। ভারতে প্রায় ২২টি সরকারি ভাষা আছে। তারপরও হিন্দি এমন একটি ভাষা, যা ভারতের সবাই বুঝতে ও বলতে পারে। ভারত ছাড়াও বিশ্বের অনেক দেশেই হিন্দি ভাষার লোক রয়েছে।

আরবি : আরব দেশগুলোর ভাষার নাম আরবি । প্রায় ৪২ কোটি লোক এই ভাষায় কথা বলে। মধ্যপ্রাচ্যের প্রায় সব দেশেই আরবি ভাষা ব্যবহৃত হয়। যেমন- সৌদি

আরবি

আরব, কুয়েত, ইরাক, সিরিয়া, জর্ডান, লেবানন ইত্যাদি। এটি পৃথিবীর ৬ষ্ঠ বৃহত্তম ভাষা।

সূত্র ও ছবি: দৈনিক 'বাংলাদেশ প্রতিদিন' ও ইন্টারনেট

যেভাবে ‘হ্যালো’ শব্দের প্রচলন

আমরা রিসিভার তুলেই ‘হ্যালো’ বলে সম্বোধন করি। এই ‘হ্যালো’ শব্দটি কেন বলি? এর উৎপত্তি কোথায়? কীভাবে হ্যালো বলা শুরু? তা আমরা অনেকেই জানি না। আজ আমরা এ সম্পর্কে জানব।

টেলিফোন আবিষ্কারের কথা আমরা অনেকেই জানি। বিজ্ঞানের এ এক বিস্ময়কর আবিষ্কার। টেলিফোনের কারণেই আমরা পেয়েছি আজকের মোবাইল ফোন। মানুষে মানুষে যোগাযোগ এখন আর কোনো সমস্যাই নয়।

‘আলেক্সান্ডার গ্রাহামবেল’ এই টেলিফোনের আবিষ্কারক। তিনি স্কটল্যান্ডের এডেনবার্গে ১৮৪৭ সালের ৩ মার্চ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। মানব কল্যাণের ইতিহাসে যা স্মরণীয় হয়ে থাকবে। এর মধ্যে

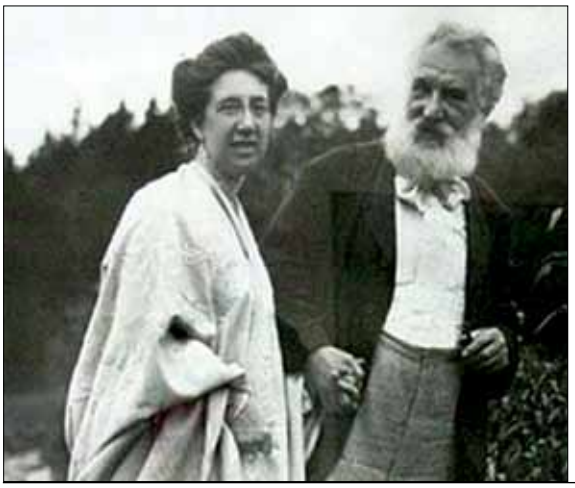

টেলিফোন অন্যতম। এই টেলিফোন তৈরির সাথেই ‘হ্যালো’ শব্দের উৎপত্তি।

‘হ্যালো’ আসলে একটি মেয়ের নাম। তার পুরো নাম মার্গারেট হ্যালো। তিনি ছিলেন আলেক্সান্ডার গ্রাহাম বেলের স্ত্রী। গ্রাহাম বেল টেলিফোন আবিষ্কার করে তিনি প্রথম যে কথাটি বলেন, তা হলো ‘হ্যালো’। সেই থেকেই ‘হ্যালো’ শব্দটি বিশ্বজুড়ে টেলিফোন ব্যবহারকারীদের কাছে একটি প্রিয় শব্দ। ১৯২২ সালের ২ আগস্ট গ্রাহাম বেল মৃত্যুবরণ করেন। মানুষ তাকে মনে না রাখলেও তার ভালোবাসার মানুষটিকে ভুলে যায় নি। টেলিফোন নামক যন্ত্রটি যতদিন থাকবে, ততদিন ‘মার্গারেট হ্যালো’ বেঁচে থাকবেন মানুষের মুখে মুখে।

সূত্র ও ছবি: ইন্টারনেট

অংকের ম্যাজিক

অংকের ম্যাজিক..!!

শুনলেই খাতা কলমের কথা মনে হয়। না না, আজ কিন্তু খাতা কলম নিয়ে কোনো ম্যাজিক নয়। ম্যাজিক হবে মনে মনে, আর মুখে মুখে। আসলে তোমাদের মনের কথা ম্যাজিক করে বলে দিবো আমি। এ ম্যাজিককে অবশ্য অনেকে 'মন কলা খাওয়া'র খেলাও বলে থাকে। তাহলে ম্যাজিকটা শুরু করা যাক। এজন্য প্রথমে তোমরা কেউ একজন কলা নিয়ে নাও। মনে মনে যে কোনো জোড় সংখ্যার কলা নিবে। যেমন- ১২। তুমি কতো সংখ্যার কয়টা কলা নিলে তা কিন্তু কাউকে বলো না আবার। এমনকি তোমার বন্ধুকেও নয়। আমাকে তো নয়ই।

এবার মনে মনে তোমার বন্ধুর কাছে থেকেও কলা ধার নাও। তুমি আগে যতটা কলা নিয়েছো, ঠিক ততটা কলা ধার নাও। আমি তোমায় আরো কলা দিলাম ৬ টি। মনে মনেই ধরে নাও তোমার সব কলা থেকে অর্ধেক কলা পঁচে গেলো। তুমি এবার দেরি না করে তাড়াতাড়ি বন্ধুকে ধার শোধ করে দাও। এখন আমি বলব তোমার কাছে কয়টা কলা আছে? তোমার কাছে এখন ৩টা কলা আছে।

কেমন মিলে গেল তো? অবাক হলে তো..!! এটাই তো ম্যাজিক..!! তোমরা কেউ ম্যাজিকটি জানলে আমাদেরকেও জানাও। ম্যাজিকের নিয়ম লিখে নিজের নাম ঠিকানাসহ পাঠিয়ে দাও আলাপের ঠিকানায়। ঠিকানাসহ তোমাদের নাম ছাপা হবে আলাপে। না জানলেও চিন্তা নেই। অপেক্ষা করো। পরের সংখ্যা আলাপেই জানিয়ে দেয়া হবে ম্যাজিক এর নিয়ম। তখন আমার মতো তোমরাও ম্যাজিক দেখিয়ে অবাক করে দিতে পারবে তোমার বন্ধুদের।

অংক নিয়ে মজার খেলা

শিশুদের আঁকা ছবি

ছবিটি এঁকেছে: রাজিয়া, *পর্যায়:* স্বাধীন, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ইউনিক স্কুল, উজিরপুর, বরিশাল

ছবিটি এঁকেছে: শাহরিয়ার, *পর্যায়:* দক্ষ, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ইউনিক স্কুল, খুলনা

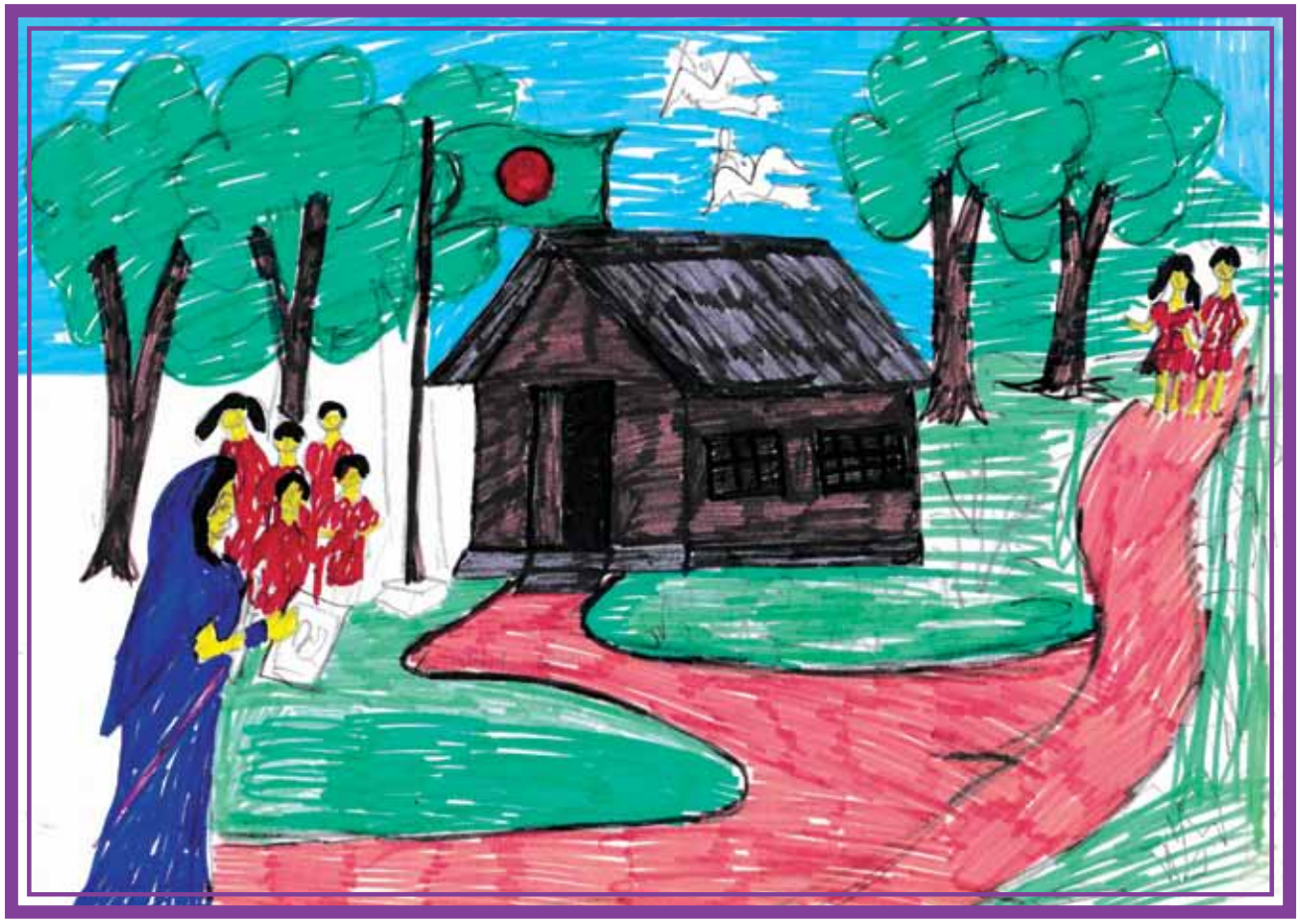

ছবিটি এঁকেছে: রুপালী, *পর্যায়:* স্বাধীন, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ইউনিক স্কুল, ময়মনসিংহ সদর

আলাপ ওয়েব সাইটে দেখতে ক্লিক করুন - www.ahsaniamission.org.bd/alap-patrika/

সম্পাদক: কাজী রফিকুল আলম কর্তৃক
ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, বাড়ি ১৯, সড়ক ১২, ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা-১২০৯ থেকে প্রকাশিত।
ফোন: ৮১১৯৫২১-২২, ৯১২৩৪০২, ৯১২৩৪২০, ৮১১৫৯০৯
The ALAP-Monthly Easy to Read News Letter, Edited & Published by Kazi Rafiqul Alam
Dhaka Ahsania Mission